‘আমরাই প্রথম বাংলায় এসএমএস নিয়ে এসেছি’

I iv 10 Rb| eq‡m Zi“Y| GL‡bv wekwe`¨vjq PZi †c‡ivqwb| †gvevBj †dv‡b G‡b‡Q evsjvq GmGgGm mweav| mn‡hvwMZv K‡i‡Q GK‡Uj| evsjvq GmGgGm †W‡fjcvi I GK‡Uj KgKZv‡`i m‡½ GB chw³ wb‡q mvßvwnK 2000 Av‡qvRb K‡i GK †Mvj‡Uwej Av‡jvPbv| mÂvjK wQ‡jb **প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : অতি সম্প্রতি একটেল গ্রাহকদেরকে বাংলায় এসএমএস করার সুবিধা দিতে শুরু করেছে। বাংলায় এসএমএস করার সফটওয়্যার বাংলাদেশে এটাই প্রথম। তবে মোবাইল ব্যবহার করে বাংলা মেসেজ পাঠানোর ব্যাপারটা নতুন না। অপর একটি মোবাইল ফোন কোম্পানি এ সুবিধা দিচ্ছে গ্রাহকদের। বিদ্যমান দুটি বাংলা সফটওয়্যার এবং তাদের সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

আব্রাহাম কায়কোবাদ : বাংলায় এসএমএস নিঃসন্দেহে আমরাই প্রথম নিয়ে এসেছি। প্রথম এই অর্থে যে, অন্যান্য অপারেটর যেই সার্ভিসটা দিচ্ছে, সেটা ঠিক বাংলায় এসএমএস লেখা এবং পাঠানো বা গ্রহণ করার মতো না। সেখানে প্রেরক ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার করে কিছু একটা লিখে দিচ্ছে এবং সেটা একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে পিকচার মেসেজে পরিণত হয়ে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। সেটা আমাদের মাতৃভাষায় ক-খ-গ-ঘ ব্যবহার করে লেখা বা সে রকমভাবে পাওয়া কোনো মেসেজ নয়। অপরদিকে, আমরা সেই সার্ভিসটা দিচ্ছি, এখানে বাংলা বর্ণমালার অক্ষরগুলো একটা একটা করে ব্যবহার করে এসএমএস লেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এবং যিনি এসএমএস পাবেন, তিনিও এটা সে রকম বাংলা লেখা হিসেবেই পাবেন, ছবি নয়। তবে এজন্য প্রেরক এবং গ্রাহক দুইজনের হ্যান্ডসেটে এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল করা থাকতে হবে।

খালেদুর রহমান দেওয়ান : আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আগের সফটওয়্যারটিতে বড়জোর দুই-এক লাইন বাংলা লেখা যেত, আমাদের এই নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ১৫০ অক্ষর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এসএমএস লেখা সম্ভব। এছাড়াও এখানে বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণের পাশাপাশি যুক্তাক্ষর ব্যবহার করা যাচ্ছে খুব সহজেই। অনেকটা বাংলা টাইপ-রাইটার ব্যবহার করার মতো। একটা সত্যিকার বাংলা এসএমএস সফটওয়্যারে যা থাকা উচিত, তার

সবই এখানে আছে এবং আরো নতুন নতুন ফিচার দিয়ে এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কাজও চলছে।

২০০০ : আগের সফটওয়্যারটির সঙ্গে এ নতুন সফটওয়্যারটির প্রযুক্তিগত পার্থক্যটা কোথায়?

সাদ আলতাফুল কাদের : প্রযুক্তিগত পার্থক্য আছে অনেকগুলো। প্রথমত এ নতুন সফটওয়্যারটিতে সরাসরি বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা যাচ্ছে। কিন্তু পুরাতন সফটওয়্যারটিতে সবকিছু লিখতে হতো ইংরেজিতে। আবার তার জন্য একটা গ্রামারও শিখতে হতো। তারপর, ইংরেজিতে বিশেষ পদ্ধতিতে লেখা মেসেজটি একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছবি বা পিকচার মেসেজে পরিণত করে পাঠানো হতো প্রাপকের কাছে। কিন্তু আমাদের এ সফটওয়্যার প্রেরক বাংলাতেই মেসেজ লিখবেন এবং সেই মেসেজ প্রাপক পাবেন বাংলা লেখা বা টেক্সট হিসেবে, ছবি নয়। আর সংজ্ঞাগতভাবে এসএমএস বা শর্ট-মেসেজ সার্ভিসের বাইনারি ডাটা আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণ করার কথা টেক্সট হিসেবে। এখানে তাই করা হচ্ছে। এদিক বিবেচনায় অবশ্য পূর্ববর্তী সফটওয়্যারটি আদৌ এসএমএস করার সফটওয়্যার না। তবে বাংলায় মেসেজ পাঠানোর সফটওয়্যার হিসেবে তারা নিঃসন্দেহে প্রথম এবং তারা এর জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আর যেহেতু প্রচলিত ইংরেজি এসএমএস সফটওয়্যারের সঙ্গে আমাদের সফটওয়্যারের প্রযুক্তিগত কোনো পার্থক্য নেই, শুধু বর্ণমালা ছাড়া, বিশ্বের যেকোনো দেশের যে কোনো জাভা এনাবল করা এমআইডিপি-২ সাপোর্টবিশিষ্ট সেটে একে ব্যবহার করা সম্ভব।

২০০০ : বাইরে থেকে আনা মোবাইল সেটগুলোতে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য কাস্টমাইজড কিছু ফিচার দেখি। যেমন দুবাই থেকে কেনা সেটের কি-প্যাডে আরবি লেখা থাকে। এই সফটওয়্যারটা যেহেতু বিশ্বমানের, আমাদের দেশ থেকে মোবাইল ফোন নির্মাতাদের অনুরোধ করে এই অঞ্চলের বাজারের জন্য এ রকম কিছু করা যায় না? এ ব্যাপারে একটেল কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা কী?

সানিয়া মাহমুদ : মোবাইল ফোন তৈরি করে এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছি। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা বাংলা বর্ণমালা সংবলিত কি-প্যাড দেখতে পাবো অথবা এ সফটওয়্যারটি এর সমগোত্রীয় অন্যান্য সফটওয়্যার মোবাইল সেটের মধ্যে বিল্ট-ইন পাওয়া যাবে।

কায়কোবাদ : মোবাইল প্লাটফর্মে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব সফটওয়্যার বড় ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু প্লাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এসব সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে, কাজেই নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংবলিত সব সেটেই এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব। আর মোবাইলের বাজার যে হারে বাড়ছে, তাতে এক সময় মোবাইল ফোন নির্মাতারা নিজেদের স্বার্থেই মোবাইলে বাংলা সাপোর্ট দিতে আগ্রহী হয়ে যেতে পারে। মোবাইল প্লাটফর্মে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব সফটওয়্যার একটা নতুন ধারা শুরু করলো।

সাদ আলতাফুল কাদের
সিএসই, লেবেল-ফোর, টার্ম-১, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রেদওয়ানুল হক চয়ন
সিএসই, শেষ বর্ষ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আশিকুর রহমান
ইইই, লেবেল-ফোর, টার্ম-১, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০ : একটেল বাংলা এসএমএসের প্রোগ্রামাররা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই আপনারা এ রকম প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করেছেন, আপনাদের কাছে কি কখনো মনে হয়েছে যে আমাদের দেশের কারিকুলাম এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে?

সাদ : এক কথায় বলতে গেলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারিকুলাম খুবই সমৃদ্ধ। আমরা প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম প্রায় ছয় মাস আগে, টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার পরের ছুটিতে। তার আগের টার্মের কোর্সগুলো এবং সেই টার্মের কোর্সগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। ইমেজ প্রসেসিং প্যাটার্ন রিকগনিশন, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং স্টাকচার্ড প্রোগ্রামিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কোর্সগুলো খুবই সহায়ক হয়েছে আমাদের জন্য। তবে সবচেয়ে বড় সাহায্য করেছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সটি।

রেদওয়ানুল হক চয়ন : আমাদের সবগুলো কোর্সের মধ্যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সটা অসম্ভব সাহায্য করেছে। প্রজেক্টের প্রত্যেক স্টেজে, প্রতি মুহূর্ত আমাকে কখন কি করতে হবে সেটা বলে দিয়েছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যদি কোনো কোর্সের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের থাকে, তবে আমি এই কোর্সটার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

আশিকুর রহমান : আমাদের কোর্স, কারিকুলাম ইত্যাদি বেশ ভালো হলেও রিসোর্স খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে ভালো বইপত্র তো পাওয়াই যায় না। অল্প কয়েকটি বাঁধাধরা পাঠ্যবই। যা কোনো না কোনো কোর্সে পাঠ্য, সেগুলোই বাজারে পাওয়া যায়। ভালো টেকনিক্যাল বিষয়ের বইয়ের খুবই অভাব।

২০০০ : আমাদের কারিকুলাম যদি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে বাইরের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়? আমরা কেন ওদের মতো এগিয়ে যেতে পারছি না?

সাদ : পরীক্ষায় পাস করা আর বিষয়টির গভীরে জানার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আমাদের কারিকুলাম আমাদেরকে অনেক কিছু জানতে উৎসাহী করেছে। তবে বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা হলো মোটিভেশনের কারণে। মেধাগত দিক থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু মোটিভেশনের দিক থেকে পার্থক্য অনেক। এখানে আমরা খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকি, ভালো কাজের তেমন সুযোগ নেই, পাস করে বের হবার পর কী হবে? এ ধরনের হতাশা আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মোটেও সে রকম না। ভালো কাজের সুযোগ আমাদের চারপাশেই প্রচুর আছে। আমরা একটু উৎসাহী হয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু করতে পারি। কাজে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই।

রেদওয়ান : এ রকম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো ডেভেলপারদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং দ্বিতীয় কথা হলো টিমওয়ার্ক। সবাই একাগ্রভাবে কাজে লেগে থাকলে কাজ আগাবেই। আর দলীয় মনোভাব বজায় রেখে কাজ করলে সবার মিলিত প্রচেষ্টায় অভাবনীয় ফলাফল আসা সম্ভব। আমরা এই প্রজেক্টটি শুরু করি প্রায় ৬ মাস আগে। এই কাজটি শুরু করার আগে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। তখন আমাদের ছুটি চলছিল। আমরা প্রথমে JAVA, JZME, MIDP এসব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। আমাদের সফটওয়্যারটিকে কীভাবে MIDP-2-এ সাপোর্টেড সিস্টেমের উপযোগী করে তৈরি করা যেতে পারে, কীভাবে আরো নতুন নতুন ফিচার যোগ করা যায় এসব জানার জন্য MIDP-2 ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনার দরকার ছিল। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এ কাজটি করে আশিক। প্রথমে টিমে ছিলাম আমরা ৬ জন। শিমুল, আশিক, শায়লা এরা কিছুদিন পরে টিমে যোগদান করে। এবং টিমে ঢোকার পর থেকেই তারাও সমান উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করা শুরু করে। আমাদের প্রোগ্রামার ছিল সৈকত, আহসান, শিমুল এবং আমি। শায়লা আমাদের কোড অপটিমাইজেশন এবং কোয়ালিটি

কন্ট্রোলের অংশের দায়িত্বে ছিল। রিফাত করেছে ডাটাবেজের অংশটা। সিস্টেমের মূল আর্কিটেকচার নিয়ে কাজ করেছে আহসান এবং শিমুল। কো-অর্ডিনেশনের কাজটা করেছে সাদ। আর গ্রাফিক্স, ফন্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো ছিল আমার দায়িত্বে।

২০০০ : এই যে বললেন, প্রজেক্টের শুরুতে আপনাদের তেমন কিছু ছিল না। সেই পর্যায় থেকে শুরু করে এতো কম সময়ে সাফল্যের পর্যায়ে নিয়ে আসা মোটেও সহজ কাজ নয়।

রেদওয়ান : আসলে এখানে পুরোটাই টিমওয়ার্কের ব্যাপার। আমাদের পুরো টিমের মধ্যেই পারস্পরিক বোঝাবুঝিটা খুব ভালো। আমরা প্রায় সবাই খুব ছোট সময় থেকেই একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমাদের এই বন্ধুত্ব প্রায় ১২ বছরের। পারস্পরিক বোঝাপড়াটা আমাদের মধ্যে যে টিম স্পিরিটের জন্ম দিয়েছে, তার বলেই আমরা এতখান এগিয়ে আসতে পেরেছি।

খালেদুর রহমান : এ ব্যাপারে একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হলো তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে তাদের কাজের মান অত্যন্ত ভালো, তাদের কাজের ধরনও প্রফেশনালদের মতোই। সেন্টিমেল সলিউশন্সের সঙ্গে কাজ করার সময় আমাদের একটেল আইটি বিভাগ খুব ভালোভাবেই তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়েছে। ছাত্রাবস্থাতেই তারা ইন্ডাস্ট্রিতেও প্রবেশ করেছেন সফলভাবে, এটা নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। এ জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

সাদ : সে ক্ষেত্রে আমরাও বলবো একটেলের আইটি বিভাগ এই প্রজেক্টের পুরো সময়টা ধরেই আমাদেরকে সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। তাদের কাছ থেকে আমরা সেই সহযোগিতা পেয়েছি, তা সব রকম পেশাদারিত্বের ঊর্ধ্বে। আমরা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের সফটওয়্যার নিয়ে তাদের কাছে যাই। তখন আমরা শুধু একটা অক্ষর 'ক' লিখে পাঠাতে পারছিলাম। সেখান থেকেই একটেল আমাদের প্রজেক্টটাকে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। আমাদেরকে সার্বক্ষণিক সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াও ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন তারা।

রেদওয়ান : এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। একদিন খালেদ ভাই আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'রেদওয়ান সাহেব, এখন কোথায় আছেন'? আমি স্বভাবতই বললাম 'বাসায় আছি'। তখন তিনি বললেন, 'আমি বলতে চাইছি কাজ কতদূর?' এমনই ছিল তাদের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ প্রদানের ধরন। আমরা সব সময়ই অনুভব করেছি আমাদের পিঠের উপর কারো হাত আছে।

২০০০ : এটা একটা ভালো ব্যাপার যে আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একত্রে কাজ করছে। সাধারণত আমাদের দেশে এমন ঘটনা বিরল। একটেল এ ধরনের কাজে আগ্রহী হবার কারণটা কি?

খালেদুর রহমান : আসলে আমি শুরু থেকেই পুরো ব্যাপারটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। আমার অধীনে বেশ কয়েকজন সিএসই বুয়েটের গ্রাজুয়েট কাজ করেন। তাদের কর্মদক্ষতা এবং মেধা দেখে আমি রীতিমত মুগ্ধ। কাজেই আমার বিশ্বাস ছিল বুয়েটের ছাত্রদের উপর। তাছাড়া কিছুদিন আগে বুয়েটে একটি সেমিনারে আমার যাবার সুযোগ হয়। দেশে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের সুযোগ কম কেন, দেশে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনটির ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে এসব ব্যাপার সেখানে আলোচনা করা হয়। তখন থেকেই আমি ঠিক করি আমি এদের জন্য কিছু একটা করব। কাজের সুযোগ কম এ ধরনের ভুল ধারণা ভাঙার চেষ্টা করব। কাজেই পুরো ব্যাপারটিই আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি।

২০০০ : এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মিলেমিশে কাজ করার ব্যাপারটা, একটেল কি ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আরও করবে?

খালেদুর রহমান : আসলে এটাই একটেলের এধরনের প্রথম কাজ না। আমরা আগেও বুয়েটের ছাত্রদের সঙ্গে এধরনের কাজ করেছি। তবে সেগুলো ছিল ছোটখাটো প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন কারণে সে সব প্রজেক্ট শেষ হয়ে যাবার পর আর এগিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে এই প্রজেক্টটি আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

২০০০ : কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একেকজন একেক রকম লে-আউটের কীবোর্ড, সফটওয়্যার ইত্যাদি নিয়ে এসেছে এবং কোনোরকম প্রমিতকরণ না করার ফলে পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেছে। মোবাইল প্লাটফর্মে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা কি নতুন করে ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে। একটা প্রমিত বাংলা সফটওয়্যার , মোবাইল কী-প্যাড লে— আউট ইত্যাদির ব্যাপারে কি কোনো চিন্তা করা হয়েছে?

সানিয়া মাহমুদ : মোবাইল প্লাটফর্মের জন্য বাংলা প্রমিতকরণের ব্যাপারটা আরও অনেক উপর পর্যায় থেকে করতে হবে। বাংলা একাডেমী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো এব্যাপার অংশগ্রহণ দরকার। তবে এই প্লাটফর্মে বাংলা ব্যবহারের যাত্রা মাত্র শুরু হল, এসব ব্যাপারে ঠিকঠাক করতে সময় লাগবে। নিঃসন্দেহে এরকম একটা প্রমিতকরণ আমাদের দরকার, এই ব্যাপারটা আমরা ভেবে দেখছি।

২০০০ : বাংলা টাইপিং-এর জন্য প্রচুর গবেষণা করে ড. মুনীর চৌধুরী একটা ফ্রিকোয়েন্সি বেজড্ কী-বোর্ড তৈরি করেছিলেন। আপনাদের এই সফটওয়্যারের কী-প্যাড লে-আউটে কি সে রকম কিছু করা হয়েছে?

রেদওয়ান : ফ্রিকোয়েন্সি বেজড কী বোর্ড বা কী-প্যাড নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে অতীতে, এখনো হচ্ছে। তবে আমাদের এই সফটওয়্যারের জন্য সে রকম কোনো গবেষণা করা হয়নি।

সাদ : আমরা এখানে যেই লে-আউটটি ব্যবহার করেছি তা আমরা নিজেরাই ট্রায়াল এন্ড এরর ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম মডেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে প্রণয়ন করেছি। আমাদের কাছে সহজ বলে মনে হয় এমন একটি লে আউট ব্যবহারের চেষ্টা করেছি আমরা।

২০০০ : এই সফটওয়্যারটি কি একটেল গ্রাহকদের জন্য সিম কার্ড-এর মধ্যেই দিয়ে দিতে পারে না? ডাউনলোডের ঝামেলা এড়ানো যায় তাহলে।

সাদ : এটা তো খুব সহজেই করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে যেসব গ্রাহকের হ্যান্ডসেটে এসএমএস এনাবলড এবং এমআইডিপি-২ সাপোর্টেড শুধুমাত্র তারাই এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবে। তবে সিম কার্ডের মধ্যে সফটওয়্যার দেয়ার ক্ষেত্রে মেমোরির সীমাবদ্ধতাটাও মাথায় রাখতে হবে। বর্তমান ভার্সনটি চল্লিশ কিলোবাইট স্থান দখল করে, সিম কার্ডে এই সফটওয়্যার দেয়ার মত যথেষ্ট জায়গা থাকাটাও একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারণ একটা সিম কার্ডের মেমোরি খুব অল্প এবং তাতে অপারেটরের অতি জরুরি তথ্যগুলো রাখার পর আর জায়গা অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে।

সহযোগিতা : **রাইয়ান কামাল**
ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**

খালেদুর রহমান দেওয়ান
ম্যানেজার, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস, একটেল

সানিয়া মাহমুদ
এজিএম, মার্কেটিং একটেল

আব্রাহাম কায়কোবাদ
সিনিয়র ম্যানেজার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট,